পিক্‌নিক এর আনন্দ হলনা

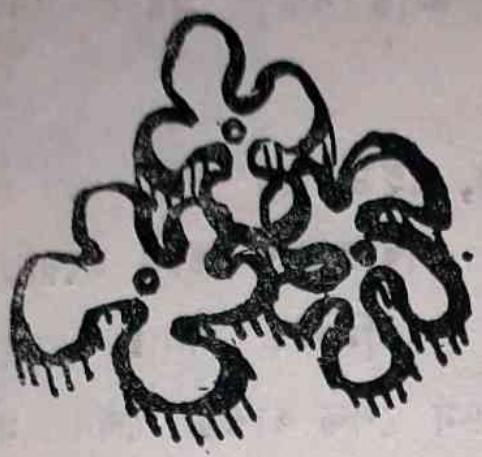

স্মিতা সরকার
অষ্টম শ্রেণী

তৃষাদের ক্লাসটা কেন ভাল, কেন মিলে মিলেই সমাই থাকে। পড়াশুনা খেলাধ্‌লাতেও খুব মিল।

সেদিন দীপ্তী ক্লাসে আসেনি। দিদিমনি Home task দিলেন আর বললেন, যে পড়া শিখবেনা তাকে পুরো পিরিয়োড বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে হবে। সবার ভয় হ'ল দিপ্তীর জন্য। স্কুলের ছুটির পর কয়েকজন ওর বাড়ী গিয়ে স্কুলের পড়া আর দিদিমনির কথাটা জানিয়ে এল, আরেক দিনের কথা, তৃষা তার টিফিন বাক্সটা আনতে ভুলে গেছে। টিফিন প্রিয়ডে সে এক কাণ্ড, তৃষার সামনে টিফিনের পাহাড়। সবাই বলছে "আমার থেকে খেতে হবে। এই নিয়েই কি হৈচৈ। এই নিয়ে শেষপর্যন্ত হেডস্যারও রেগে এলেন। সব শুনে হেঁসে চলে গেলেন। বললেন, "তোরা পারিসও'।

কয়েক দিন আগের কথা। তপতীর বাড়ীতে গিয়েছিল সবাই দল বেঁধে। ওরা শুনে থাকে যে তপতীদের অবস্থা ভাল নয়, ওরা গরীব, গরীব হলে কি কি হয় তা ওরা বোঝেনা। কিন্তু সবারই মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। তপতীর বাবা কি একটা অসুখে পঙ্গু হয়ে গেছে। ওর মাই সংসার চালায়।

আর তপতীকে পড়ায়। সবাইকে দেখে তপতীর মার কি আনন্দ। ঘরে বানানো কুলের আচার সবাইকে খাওয়ালেন, কৌটাটা শেষ করে ফেললেন। সেবার স্কুলের Fees এর অভাবে তপতীর পরীক্ষা দেওয়া প্রায় বন্ধ। সবাই ভাবছে কিছু একটা করতে হবে।

কথাটা স্যারেদের কানে গেল, হেড্‌স্যার ওর Fees মকুব করে দিলেন। তপতীর রেজাল্ট সেবার খুব ভাল হয়েছিল। এবার ঠিক হয়েছে ছুটির দিনে পিকনিক। সবাই দলবেঁধে হৈচৈ করছে। বিস্কুট, মাখন, ডিম সেদ্ধ খাওয়া শেষ। মাছ, মাংস সব্জী রান্না হয়েছে। দৈ, মিষ্টিও আছে। এমনি গানটান হ'ল, সবাই খেতে বসেছে। বেশ জমেছে। তখনই কে যেন বলল, আরে তপতীতো আসেনি। ওকে বলাও হয়নি। সবাই এওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। পিক্‌নিকেআনন্দ হলনা।